পাবলো নেদা - সাক্ষাৎকার

রীতা গুইবের্ত

প্রাকর্তা ঃ আপনি কেন আপনার নাম বদলালেন, কেন পাবলো নেদা নামটা আপনি বেছে নিলেন?
পাবলো নেদা ঃ মনে পড়ছে না। তখন আমার বয়স তের কি চৌদ্দ। মনে পড়ে আমি লিখতে চাই একটা আমার বাবাকে খুব দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল। তিনি তার চূড়ান্ত মনোভাব থেকেই ভেবেছিলেন যে লেখালিখি আমার ও আমারপরিবারে ধবংসই নিয়ে আসবে। এবং বিশেষত, এটা আমাকে সম্পূর্ণ অব্যবহার্যতার দিকে নিয়ে যাবে। তার এরকমচিন্তার গার্হস্থ্য কারণ ছিল, যেসব কারণ আমার ওপর গভীর চাপ আনেনি। আত্মরক্ষার প্রথম যেসব পদ্ধতি নিয়েছিলাম তার একটি হল নিজের নাম বদলে ফেলা।
প্রাকর্তা ঃ আপনি কি নেদা নামটা পছন্দ করলেন চেক কবি জাঁ নেদা-র কথা ভেবে?
নেদা ঃ আমি তার একটি ছোটগল্প পড়েছিলাম। আমি তাঁর কবিতা কখনো পড়িনি, তবে তাঁর বই ছিল মালা ষ্ট্রুনা-র গল্প এই নামে যাতে প্রাগের নম্র মানুষজনের কথা ছিল। হতে পারে আমার নতুন নাম এখান থেকে আসতে পারে। আসলে পুরো ব্যাপারটা এত দিন আগের যে আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। যাকগে, ছোকরা মনে করে আমি তাদের একজন, তাদের দেশের একজন, আর ওদের সঙ্গে আমার খুবই বন্ধুত্বের সংযোগ আছে।
প্রাকর্তা ঃ যদি আপনি চিলির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তাহলে কি লেখা চালিয়েই যাবেন ?
নেদা ঃ আমার কাছে লেখা হলশ্বাস - প্রাস নেওয়ার মতো।শ্বাস নেওয়া ছাড়া তো বাঁচতে পারি না, আর না লিখে বাঁচতে পারি না।
প্রাকর্তা ঃ কারা সেইসব কবি যারা রাজনৈতিক মর্যাদার উচ্চে ওঠার আকাঙক্ষা করেছেন ও সফল হয়েছেন ?
নেদা ঃ আমাদের কালটা হল শাসক কবির কাল যেমন মাও সে তুঙ আর হো চি মিন। মাও সে তুঙের অন্য গুণও ছিল, তুমি তো জানো তিনি বড়ো মাপের সাঁতা ছিলেন, এটা এমন একটা ব্যাপার যা আমি পারিনি। আর একজন বড়ো কবি অ াছেন লেওপোল্ড সেঙ্গর, যিনি সেনেগালের প্রেসিডেন্ট, আর একজন আইমে সোজেয়ার, এক পরাবাস্তবী কবি, যিনি মা র্তিনিকের অন্তর্গত ফোর্ট দ্য ফ্রাঁসের মেয়র হন। আমার দেশে, কবিরা সবসময়ই হস্তক্ষেপ করেছেন রাজনীতিতে, যদিও প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কোনো কবিকে কখনই পাইনি। অন্যদিকে, লাতিন আমেরিকায় কোনো-কোনো লেখক অ াছেন যারা প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, যেমন রোমুলো গাইয়েগাস ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট।
প্রাকর্তা ঃ আপনি প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচনী প্রচার কেমন চালাচ্ছেন?
নেদা ঃ একটা প্ল্যাটফর্ম খাড়া করা আছে। প্রথমে লোকসংগীত আর তারপর দায়িত্বে থাকা কেউ আমাদের নির্বাচনী প্রচ ারের একান্ত রাজনৈতিক সুবিধার কথাটা ব্যাখ্যা করেন। এরপর আমি যেটা বলি জনগণের সামনে সেটা তুলনায় খোল ামেলা ব্যাপার, অনেক অগোছালো, বরং অনেক বেশি কাব্যময়। আমি প্রায় সবসময়ই কবিতা পাঠ করে শেষ করি। যদি আমি কয়েকটা কবিতা না পড়ি তাহলে লোকজন বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। অবশ্যই তারা আমার রাজনৈতিক ভাবনার কথাও শুনতে চায়, কিন্তু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ব্যাপারস্যাপার নিয়ে খুব বেশি কিছু তৈরি করি না লোকে তো অন্যধরনের ভ াষাও চায়।

প্রকর্তা ঃ আপনি যখন কবিতা পড়েন তখন তারা কিভাবে প্রতিত্রিয়া ব্যক্ত করে?
নেদা ঃ তারা আমাকে ভালোবাসে আবেগের দিক থেকে। কোনো - কোনো জায়গায় আমি ঢুকতে বা ছেড়ে যেতে পারি না ইচ্ছেমতো। আমার একদল বিশেষ সাঙ্গপাঙ্গ থাকে যারা আমায় জনতার থেকে রক্ষা করে কারণ লোকজনআমার চারধারে চাপ সৃষ্টি করতেই থাকে। এটা সবজায়গাতেই ঘটে।
প্রকর্তা ঃ যদি আপনাকে চিলির প্রেসিডেন্ট পদ এবং নোবেল পুরস্কার (যার জন্য আপনার নাম প্রায়ই তো উল্লিখিত) এর মধ্যে বেছে নিতে বলা হয় আপনি কোনটি বেছে নেবেন?
নেদা ঃ এরকম ভ্রান্তকল্পনার মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবার কোনো মানেই হয় না।
প্রকর্তা ঃ কিন্তু ওরা যদি প্রেসিডেন্ট পদ এবং নোবেল পুরস্কার এখ্খুনি এই টেবিলের উপর রাখেন তাহলে?
নেদা ঃ যদি তারা আমার সামনে টেবিলের ওপর এ-দুটি রাখে তাহলে আমি উঠে দাঁড়াব আর অন্য একটা টেবিলে গিয়ে বসব?
প্রকর্তা ঃ আপনি কি মনে করেন সামুয়েল বেকেটাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়াটা সঙ্গত হয়েছে?
নেদা ঃ হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস তাই। বেকেট কম লেখেন কিন্তু লেখেন চমৎকার । নোবেল পুরস্কার, যে পাত্রেই পড়ুক, তা সর্বদাই সাহিত্যের সম্মান। পুরস্কারটা যোগ্য পাত্রে পড়ল কি না এ নিয়ে তর্কবিতর্ক করার পাত্র আমি নই। এইপুরস্কার বিষয়ে যা গুত্বপূর্ণ --- যদি এর কোনো গুরত্বই থাকে --- তা হল তা লেখকের কাজের জগতে একটা সম্মানের উপাধি প্রদান। এটাই গুরত্বপূর্ণ।
প্রকর্তা ঃ আপনার সবচেয়ে সক্ষম স্মৃতি কোনটি?
নেদা ঃ আমি জানি না। সবচেয়ে প্রবল স্মৃতি, হয়তো স্পেনে জীবন অতিবাহনের স্মৃতি--- সেই কবি মহান ভ্রাতৃবন্ধনের মধ্যে কাটানোর স্মৃতি। আমাদের আমেরিকান জগতে এই ধাঁচের বন্ধুত্বময় গোষ্ঠীর কথা কখনো শুনিনি --- ওই যে বুয়েনোস ইরিসে বলে সেইসব আলাত্রানেওস বা গালগল্প আছে মাত্র। তারপর, ওই বন্ধুদের প্রজাতন্ত্র গৃহযুদ্ধ ভেঙে চুরমার হল, সেটাও ফ্যাসিবাদী নিপীড়নের ভয়ংকর বাস্তবতা। অমার বন্ধুরা ছড়িয়েছিটিয়ে গেল, কাউকে - কাউকে ওইখানেই কোতল করা হল --- যেমন গার্সিয়া লোরকা আর মিগুয়েল এরনানদেথ, অন্যরা মারা গেল নির্বাসনে, আর তবু অন্যেরা বেঁচে আছে নির্বাসনে। আমার জীবনের ওই পর্বটা ঘটনাবলীতে সমৃদ্ধ, গভীর আবেগে ভরপুর,আর আমার জীবনের বিবর্তনকে সাত্যিকারেই বদলে দিল।
প্রকর্তা ঃ এখন কি ওরা আপনাকে স্পেনে প্রবেশের অনুমতি দেবে?
নেদা ঃ সরকারীভাবে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। একবার চিলির দূতাবাস তো আমায় কিছু পাঠ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এটা সম্ভব যে ওরা আমাকে প্রবেশে অনুমতি দেবে। কিন্তু আমি সে সুযোগ নিতে চাই না, কারণ তাতে স্প্যানিশ সরকারের পক্ষে অনুকূল যে যে লোকটা তাদের বিদ্ধে এমন বেজায় লড়েছে তাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে কিছুটা গণতান্ত্রিক অনুভবের প্রদর্শনের সুযোগ পেয়ে যাওয়া। জানি না আমি। এমন অনেক দেশ আছে যেখানে আমার প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এমন অনেক দেশ আছে যেখান থেকে সত্যি-সত্যিই আমাকে বার করে দেওয়া হয়েছে। এটা এমন একটা ব্যাপার যা প্রথমে এলেও এখন আর বিরক্তি উৎপাদন করে না।
প্রকর্তা ঃ কোনো কোনো দিক দিয়ে, গার্সিয়া লোরকা বিষয়ে আপনার ওডটি যেটি আপনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই লিখেছিলেন, তাঁর ট্র্যাজিক সমাপ্তির ভবিষ্যৎবাণী করেছিল।
নেদা ঃ হ্যাঁ, ওই কবিতাটি বিস্ময়কর। বিস্ময়কর, কারণ তিনি ছিলেন কি এক সুখী মানুষ, কি এক ফূর্তিবাজ মানুষ। তাঁর মতন মানুষ খুব কমই আমি জানি। তিনি ছিলেন মূর্ত বিগ্রহ, হ্যাঁ, সাফল্যের কথা বলছি না, বরং বলছি জীবন প্রেমের কথা। তিনি তাঁর অস্তিত্বের প্রতিটি মিনিট উপভোগ করতেন --- তিনি ছিলেন সুখের এক বিপুল অমিতব্যয়ী। এ - কারণে, তাঁকে হত্যার অপরাধ ফ্যাসিবাদের ক্ষমার অযোগ্য অপরাধের একটি।
প্রকর্তা ঃ আপনি, মিগুয়েল এরনানদেথের মতো, তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন নানা কবিতায়।
নেদা ঃ এরনানদেথ ছিল ছেলের মতে। কবি হিসাবে, সে আমার শিষ্যোপম, আর সে তো প্রায় ঘরের ছেলে। সে কারাগারে গেল, মরল সেখানে, কারণ সে গার্সিয়া লোরকার মৃত্যুর সরকারী ব্যাখ্যা মানতে পারেনি। যদি তাদের ব্যাখ্যা সঠিক

হত, তাহলে কেন ফ্যাসিস্ট সরকার মিগুয়েল এরনানদেথেকে মৃত্যু পর্যন্ত কারাগারে রেখে দিল? কেন তারা চিলির দূতাব াস প্রস্তাব করা সত্ত্বেও তাকে হাসপাতলে পাঠাতে অস্বীকার করল? মিগুয়েল এরনানদেথেরর মৃত্যু হত্যাই বটে।

প্রকর্তা ঃ ভারতবর্ষে একাধিক বছর থাকার মধ্যে কোন ব্যাপারটা আপনার মনে সবচেয়ে বেশি থেকে গেছে?

নেদা ঃ আমার সেখানে থাকাটা একটা ব্যাপার যার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। ওই অপরিচিত মহাদেশের বিস্ময়করত্ব আমাকে অভিভূত করেছিল। আর তবুও আমি মরিয়া বোধ করছিলাম, কারণ আমার জীবন, আমার নির্জনতা সেখানে ছিল দীর্ঘ। মাঝে মাঝে হয়তো আমি আটকে যেতাম অনিঃশেষ বর্ণরঙিন চিত্রে --- চমৎকার এক চলচিচত্রে, কিন্তু তার থেকে আমি ছেড়ে আসার অনুমতি পেতাম না। ভারতবর্ষে দক্ষিণ আমেরিকানরা বা অন্যান্য বিদেশিরাযে মিষ্টিসিজম অভিজ্ঞতার অন্তর্গত করত আমি তা কখনো পাইনি। যেসব মানুষ তাগের দুশ্চিন্তার জন্য এক ধর্মীয়উত্তর সন্ধান করত তার া ব্যাপারস্যাপার ভিন্নভাবে দেখত। আমার ক্ষেত্রে, সমাজতাত্ত্বিক পরিস্থিতি বিষয়ে গভীরভাবে বিচলিত বোধ করতাম --- ওই এক বিপুল নিরস্ত্র দেশ, এত আরক্ষণহীন, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে আবদ্ধ। এমনকিইংরেজি সংস্কৃতি, যার প্রতি আমার এক বিরাট পক্ষপাত, মনে হত ঘৃণাদায়ক কারণ সেইসময় কত হিন্দু বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে যান্ত্রিকভাবে এই সংস্কৃতিতে সমর্পিত। ওই মহাদেশের বিদ্রোহী তণদের সঙ্গে আমি মেলামেশা করতাম, আমার রাষ্ট্রদূত পদ থাকা সত্ত্বেও, আমি জানতে চাইল াম সমস্ত বিপ্লবীদের --- সেইসব যারা ওই স্বাধীনতা আনয়নকারী বিরাট আন্দোলনে অংশভাক।

প্রকর্তা ঃ ভারতবর্ষে থাকাকালীনই কি আপনি রেসিডেন্স অন আর্থ বা মর্তের আবাসভূমি লিখেছিলেন?

নেদা ঃ হ্যাঁ, যদিও ভারতবর্ষ আমার কবিতায় খুব সামান্যই বৌদ্ধিক প্রভাব ফেলেছিল।

প্রকর্তা ঃ এই ভারতবর্ষে থেকেই আপনি সেইসব বিচলিত করার মতো চিঠিগুলো লিখেছিলেন আর্জেন্তিনার হিক্টর এয়া ন্সিকে ?

নেদা ঃ হ্যাঁ, ওই চিঠিগুলো আমার জীবনে গুত্বপূর্ণ, কারণ উনি এমন এক লেখক যাকে ব্যক্তিগতভাবে আমি চিনতাম না, নিজেই একজন ভালো সেবকের মতো দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছিলেন আমাকে সংবাদ পাঠাবার, পত্র - পত্রিকা পাঠাবার , আম ার নির্জনতার মধ্যে সহায়তা করবার। আমার নিজের ভাষার সঙ্গে সংস্পর্শ হারিয়ে ফেলার ভয় হচ্ছিল আমার --- বছরের পর বছর এমন কারো সঙ্গে দেখা হয়নি যিনি স্প্যানিশ বলতে পারেন। আলবের্তিকে লেখা এক চিঠিতে আমি একট া স্পেনীয় অভিধান চেয়ে পাঠিয়েছিলাম। আমাকে রাষ্ট্রদূত পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু এটি ছিল নিম্নমানের পদ আর এ পদে কোনো বৃত্তি (Stipend) ছিল না। আমি কাটাতাম সর্বোচচ দারিদ্র্য আর এমনকি সবের্বাচচ নির্জনতায়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ আর একটা মানুষকেও দেখতে পেতাম না।

প্রকর্তা ঃ সেখানেই তো আপনার বিরাট প্রেম হয়েছিল জোসি ব্লিসের সঙ্গে, যার কথা বলেছেন আপনি নানা কবিতায়।

নেদা ঃ হ্যাঁ জোসি ব্লিস ছিল এমন এক নারী যে আমার কবিতায় বেশ একটা গভীর ছাপ রেখে গেছে।

প্রকর্তা ঃ আপনার রচনা, তাহলে, আপনার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে বেশ জড়িয়ে আছে ?

নেদা ঃ খুব স্বাভাবিক। কবির জীবন অবশ্যই প্রতিবিম্বিত হওয়া উচিত তার কবিতায়। এটি হল শিল্পের কানুন, জীবনেরও ক ানুন।

প্রকর্তা ঃ আপনার রচনাবলীকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে, তাই না ?

নদা ঃ এ ব্যাপারে আমার চিন্তাভাবনা বেশ গোলমেলে। ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনো পর্ববিভাগ করি না, কিন্তু সমালে াচকরা আবিষ্কার করে বসেন। যদি আমার কিছু বলার থাকে, তা হল এই যে আমার কবিতার একটি অবয়বগত সামঞ্জস্য আছে। তা একেবারে বাচচাবয়েসি যখন আমি বালক মাত্র, তা কৈশোরক যখন আমি তণ, তা নিরানন্দময় যখন আমি কষ্ট পাচ্ছি, তা সংগ্রামশীল যখন আমাকে প্রবেশ করতে হয়েছে সামাজিক সংঘাতে, এইসবেরই মিশ্রণ আছে আমার সা ম্প্রতিক কবিতায়। আমি সর্বদাই লিখে থাকি আভ্যন্তরীন প্রয়োজন থেকে আর কল্পনা করি যে এমনটা ঘটে সব লেখকেরই জীবনে, বিশেষত কবিদের জীবনে।

প্রকর্তা ঃ আমি তো আপনাকে গাড়িতেও লিখতে দেখছি।

নেদা ঃ আমি লিখি যেখানেই পারি, যখন পারি, আর আমি লিখি সর্বক্ষণই।

প্রকর্তা ঃ আপনি কি সবকিছু লেখেন হাতে হাতে ?

নেদা ঃ যখন আমার একটি দুর্ঘটনা ঘটল, আমার একটি আঙুল ভাঙল, বেশ কয়েক মাস আমি টাইপরাইটার চালাতে পারলাম না তখন যুবা বয়সের অভ্যাস অনুযায়ী চললাম, হাতের লেখার যুগে ফিরে গেলাম। যখন দেখলাম আমার আঙুল আগের থেকে ভালো আছে, আমি আবার টাইপ করতে পারব, আমার কবিতা হাতের লেখা যুগের মতই সংবেদনশীল, কবিতার আকার বদলাতে পারি সহজেই তখন ফিরে গেলাম।

রবার্ট গ্রেভস বলতেন ভাবতে হলে চারপাশে থাকা উচিত যথাসম্ভব কম সেইসব জিনিস যা হাতে তৈরি নয়। তিনি একথাও যোগ করতে পারতেন যে কবিতা লেখা উচিত হাতেই। টাইপরাইটার আমাকে কবিতার সঙ্গে নিবিড়তর ঘনিষ্ঠতার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল আর আমার হাত আবার আমায় ফিরিয়ে আনল ওই ঘনিষ্টতার কাছে পুনর্বার।

প্রাকর্তা ঃ আপনান লেখার সময় কোনটা ?

নেদা ঃ আমার কোনো সুনির্দিষ্ট সময় নেই, কিন্তু বেছে নিতে হলে বলব লিখি সকালেই, বলতে গেলে এই যে তুমি আমার সময় নষ্ট না করাতে (আর তোমারও নষ্ট হচ্ছে), তাহলে লিখতাম। দিনেরবেলা আমি নানাকিছু পড়ি না। বরং লিখি সারাটা দিন, কিন্তু প্রায়শই একটা চিন্তার পূর্ণতা, একটা প্রকাশের, এমন একটা কিছু যা আমার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে প্রবল আলোড়নে --- একে না হয় চিহ্নিত করা যাক অনুপ্রেরণা এই মান্ধাতা আমলের না দিয়ে --- আমাকে রেখে যায় সন্তোষে অথবা নিঃশেষিত অবস্থায় অথবা শান্ততায় অথবা রিক্ততায়। তার মানে, আমি আর চলতে পারিনা। এ সব বাদ দিলে, একটা ডিস্কের সামনে সারাটা দিন বসে থাকতে আমি খুবই পছন্দ করি। আমি পছন্দ করি নিজেকে যুক্ত করে দিতে জীবনচাঞ্চল্যে, আমার বাড়ির, রাজনীতির আর প্রকৃতির সঙ্গে। আমি চিরটাকাল আসি আর যাই। কিন্তু আমি লিখে চলি অতল আহ্বানে যখনই লিখি, আর যেখানেই লিখি। যদি চারপাশে প্রচুর লোকজন থাকে তাহলেও আমার কিছু যায় আসে না।

প্রাকর্তা ঃ আপনার চারপাশের সবকিছুর থেকে আপনি তো নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন সম্পূর্ণতঃ ?

নেদা ঃ হ্যাঁ, আমি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিই আর সবকিছু যদি হঠাৎ শান্ত হয়ে যায়, তাহলে সেটাও আমাকে বিব্রত করতে থাকে।

প্রাকর্তা ঃ আপনি গদ্যকে কখনই তেমন বেশি প্রশ্রয় দেননি।

নেদা ঃ গদ্য.....আমি তো সারাট জীবন পদ্যেই লিখে যাবার তাগিদ অনুভব করেছি। গদ্যে প্রকাশ আমাকে তেমন টানে না। আমি গদ্যকে ব্যবহার করি কিছু ভাসমান অনুভব বা ঘটনা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে, যে অনুভব সত্যি - সত্যিই কাহিনির দিকে চলে যেতে চায়। আদতে কথাটা হল এই আমি একেবারেই গদ্য লেখা ছেড়ে দিতে পারি। সাময়িকভাবে গদ্য লিখি শুধু।

প্রাকর্তা ঃ যদি আপনাকে আগুন থেকে আপনার রচনাবলী বাঁচাতে হয়, আপনি কোনটা বাঁচাবেন?

নেদা ঃ হয়তো কোনোকিছুই না। আমার এগুলো নিয়ে কী দরকার আছে? বরং আমি বাঁচাব একটি মেয়েকে.... অথবা ডিটেকটিভ গল্পের কোনো চমৎকার সংকলন....যা আমার লেখাপত্রের থেকেও আমাকে আনন্দ দেবে।

প্রাকর্তা ঃ আপনার আলোচকদের মধ্যে কে আপনার লেখালিখি সবচেয়ে ভালো বুঝেছেন ?

নেদা ঃ ওঃ, আমার আলোচকরা। আমার আলোচকরা তো আমায় টুকরো টুকরো করে ফেলেছে তাবৎ ভালোবাসা কিংবা ঘৃণা দিয়ে। জীবনে, শিল্পেও, মানুষ তো সববাইকে খুশি করতে পারে না, আর এক একটা পরিস্থিতি যা সর্বদা আছে আমাদের। একজন মানুষ সর্বদাই চুমু কিংবা থাপ্পড় পাচ্ছে, আদর কিংবা লাথি পাচ্ছে, আর এই হল কবির জীবন। যেটা আমাকে বিব্রত করে তা হল কবিতার ব্যাখ্যান অথবা কোনো কবির জীবনের ব্যাখ্যান। যেমন ধরো, নিউইয়র্কে পি. ই. এন ক্লাব কংগ্রেসের সময়, বহু লোক বহু জায়গা থেকে জড়ো হন, আমি আমার সামাজিক কবিতা পড়ি, হয়তো এর থেকে বেশি মাত্রায় ক্যালিফোর্ণিয়ায় --- কিউবার বিপ্লবকে উৎসর্গ করা কবিতা। তবু, কিউবার লেখকরা এক চিঠিতে সবাই স্বাক্ষর করে লক্ষ লক্ষ কপি বিতরণ করলেন যাতে আমার মতামত সন্দেহের বিষয় করা হল, আর সেই চিঠিতে আমাকে এক প্রাণী হিসেবে আলাদা করা হল যে উত্তর আমেরিকানদের দ্বারা আশ্রিত, রক্ষিত, তারা এমনও ইঙ্গিত দিলেন যে যুক্তরাজ্যে আমার প্রবেশটাই একটা পুরস্কারের শামিল। এটা সম্পূর্ণত বোকা ব্যাপার। যদি কালি ছেটানো না হয়, কারণ ওই অনুষ্ঠানে সমাজতন্ত্রী দেশগুলো থেকেও বহু লেখক এসেছিলেন, এমনকি কিউবান লেখকদের আগমনও প্রত্যাশিত

ছিল। নিউইয়র্কে গিয়ে আমরা আমাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চরিত্র হারিয়ে ফেলিনি। কিন্তু তবু এমন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল, কিউবান লেখকদের তড়িঘড়িতে অথবা কুব্বিাসবশতঃ। এই মুহূর্তে ঘটনা হচ্ছে এরকম যে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য আমি পার্টির ক্যান্ডিডেট, এটাই প্রমাণ করেযে আমার একটা সত্যিকারের বিপ্লবী ইতিহাসের ঐতিহ্য আছে। যেসব লেখক ওই পত্রে সই করেছেন তাদের একজনও বিপ্লবী কাজে উৎসর্গকরণে আমার সঙ্গে তুলিত হতে পারেন, আমি যা করেছি, যেভাবে যুদ্ধ করেছি তার এক শতাংশেরও তারা সমান হবেন কি না সন্দেহ।

প্রাকর্তা ঃ আপনি যেভাবে জীবন কাটান আর আপনার যে অর্থনৈতিক অবস্থান তার জন্য তো আপনি সমালোচিতহন।

নেদা ঃ সাধারণভাবে এইসব মিথ। কোনো - কোনো দিক দিয়ে আমরা স্পেন থেকে একটা বাজে উত্তরাধিকার পেয়েছি য ার প্রভাবে মানুষজন প্রতিবাদে দাঁড়িয়ে উঠতে পারে না কিংবা কোনোভাবে সম্মানিত করতে পারে না। স্পেন থেকে ফেরার পর তারা তো ত্রিস্টোফার কলম্বাসকেও বদলে দিয়েছিল। এই মনোভাবটা আমরা পেয়েছি হিংসুটে পেটি বুর্জোয়াদের ক াছ থেকে, যারা চারপাশের লোকজন সম্পর্কে চিন্তা করে চলে আর তাদের যা নেই তা নিয়েও চিন্তা করে চলে। আমার ক্ষেত্রে বলতে পারি, আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি জনগণের ক্ষতিপূরণ করার জন্য, আর আমার বাড়িতে যা আছে ----আমার বইপত্র --- সে তো আমার কাজ থেকেই এসেছে। কাউকে ঠকাইনি আমি। ঠকানো একটা বাজে ব্যাপার। আ মি যে কলঙ্ক পেয়েছি তা কখনও কোনো লেখককে পেতে হয়নি, সেইসব লেখক যারা জন্মসূত্রেই বড়োলোক। তার বদলে, একটা আমার ক্ষেত্রে হয়ে উঠল --- গড়ে উঠল একজন লেখক যার পিছনে রয়ে যায় পঞ্চাশ বছরের কাজকর্ম। ওরা তো সবসময় বলাবলি করে --- দ্যাখো, দ্যাখো, কেমন করে জীবন কাটাটয় লোকটা। লোকটার সমুদ্রমুখো একটা বাড়ি অ াছে। লোকটা ভালো জাতের মদ খায়। কীসব আজেবাজে ব্যাপার। কথা শু করলে বলতে হয়, চিলিতে বাজে মদ খাওয়া কঠিন, কারণ চিলির সব মদই ভালো। এটা এক সমস্যা, যেটা কোনো - কোনো দিক দিয়ে, আমাদের দেশের অনুন্নয়নের প্রতিবিম্বন, একসঙ্গে বলতে গেলে আমাদের জীবনযাপনের মধ্যবিত্তয়ানা। তুমিই তো বললে যে নরম্যান মেলরকে উত্তর অ ামেরিকার একটি পত্রিকার তিনটি প্রবন্ধের জন্য প্রায় ৯০ হাজার ডলার দেওয়া হল। এখন, কোনো লাতিন আমেরিকান লেখক যদি তাঁর কাজের জন্য এমনটাকা পয়সা পায়, তখন অন্য অন্য লেখকদের কাছ থেকে প্রতিবাদ উঠবে --- কী অন্য ায়। কী ভয়ানক! কোথায় একে থামানো যায়? ---এর বদলে তো প্রত্যেক লেখকের খুশি হওয়ার কথা যে একজন লেখক এমন পারিশ্রমিক দাবীকরতে পারে। হ্যাঁ, আমি বলি কি, এসবই দুর্ভাগ্য যা চলছে সাংস্কৃতিক উন্নয়নের নামে।

প্রাকর্তা ঃ এই অভিযোগ যে গভীরতর হল তার কারণ কি এই নয় যে আপনি কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্গত ?

নেদা ঃ খুলে বললে তাই। যার কিছুই নেই--- একথা তো বহুবার বলা হয়েছে --- তার শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কি ছুনেই। আমি ঝুঁকি নিই, প্রতিমুহূর্তেই, আমার জীবন, আমার সত্তা, আমার যা কিছু আছে --- আমার বই, আমার বাড়ি --- সেসবের।

আমার বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আমাকে আটকে রাখা হয়েছে একাধিকবার । আম াকে নির্বাসিত করা হয়েছে, তারা ঘোষণা করেছে আমি যোগাযোগের পক্ষে অনুপযুক্ত, হাজার হাজার পুলিশ খুঁজে বেড়িয়েছে আমাকে। বহুত আচ্ছা, তারপর। আমি যেভাবে আছি তাতে তো স্বস্তিতে নেই। তাই আমার যা আছে, আমি তা সমর্পণ করেছি জনতার লড়াইয়ে, আর এই যে বাড়ি যেখানে তুমি বসেছ এটাও কমিউনিস্ট পার্টির অধিকারে গত বিশ বছর ধরে, এ বাড়িটা সাধারণী দলিল করে দিয়েছি পার্টিকে। আমি যে এই বাড়িতে আছিসে তো আমার পার্টির সহৃদয়ত ায়। ঠিক আছে, যারা আমাকে নিন্দে করে তারা এমনটা কক, আর অন্তত তাদেরজুতোটা খুলুক তো কোনো - এক জায়গ ায় যাতে তাদের পাঠানো যায় অন্য কারো কাছে।

প্রাকর্তা ঃ আপনি অনেক গ্রন্থাগারে দান করেছেন। এখন কি আপনি ইসলা নেগ্রায় লেখকদের এক উপনিবেশ গড়ে তোলা প্রকল্পে যুক্ত নন?

নেদা ঃ আমি প্রায় গোটা একটা গ্রন্থাগার দান করে দিয়েছি আমার দেশের ব্বিবিদ্যালয়ে। আমার বইয়ের উপার্জনে আম ার চলে। আমার কোনো সঞ্চয় নেই। বিলিবন্দোবস্ত করার কিছু নেই আমার, শুধু আমার বইটই থেকে আয়হিসেবে যা অ ামাকে দেওয়া হয় সেইটুকু। ওই রোজগার থেকে, শেষমেষ, আমি উপকূলে একটা বড়ো জমি কিনেছিযাতে ভবিষ্যতে লেখকরা সেখানে গ্রীষ্মকালটা কাটাতে পারে আর তাদের সৃজনকাজ করতে পারেন এমন একটা অসাধারণ সুন্দর

পরিবেশে। এটা হবে কান্তালাও ফাউন্ডেশন --- যার ডিরেক্টররা থাকবেন ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়,চিলি বিশ্ববিদ্যালয় এবং লেখক - সমাজ থেকে।

প্রশ্নকর্তা ঃ কুড়িটি প্রেমের কবিতা এবং একটি হতাশার গান, আপনার প্রথম দিককার একটি বই, ধারাবাহিকভাবেপড়ে চলেছে হাজার হাজার ভক্ত।

নেদা ঃ ওই বইটার এক মিলিয়ন কপির প্রকাশ উপলক্ষে শীঘ্রই এটা দু-মিলিয়ন হবে --- যে সংস্করণ তার ভূমিকায় বলেছি --- আমি সত্য - সত্যই বুঝতে পারি না এমন কেন হয় -- কেন এই বইটা, যে বই প্রেম - বিষাদের, প্রেম -যাতনার, এত লোক পড়েই চলে, এত তণ পড়েই চলে। সত্য - সত্যই আমি এটা বুঝতে পারি না। হয়তো এইবইটা নানা তাণ্যময় প্রহেলিকা ভঙ্গিমার ধারক, হয়তো এই বইটা ওইসব প্রহেলিকার উত্তর ও দিয়ে যায়। এটা যে শোকভরা বই, যদিও এর আকর্ষণ ক্ষয়িত হয়নি।

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনি এমন একজন কবি যাঁর কবিতা সবচেয়ে বেশি অনুদিত হয়েছে --- প্রায় কুড়িটি ভাষায়। কোন ভাষায় সবচেয়ে ভালো অনুবাদ হয়েছে?

নেদা ঃ আমি বলব ইটালিয়ান - এর, কারণ এই দুই ভাষার বেশি সাদৃশ্য। ইংরেজি ও ফরাসি যে দুটো ভাষা ইটালিয়ান ছাড়া আমি জানি, সে দুটো স্প্যানিসের সঙ্গে খাপ খায় না --- স্বরায়নেও নয়, বিন্যাসেও নয় বা বর্ণেও নয়, বা শব্দের ভারেও নয়। এটা ব্যাখ্যানমূলক সমার্থকতা নয়, বুঝলে না, মানেটা ঠিক হল, অর্থাৎ অনুবাদের সঠিকত্ব, অর্থের, কবিতা ধবংস করে দিতে পারে। আমার কবিতার অনেক ফরাসি অনুবাদে--- আমি বলব না সবক্ষেত্রেই --- আমার কবিতা পালায়, কিচ্ছু থাকে না, কেউ প্রতিবাদ করতে পারবে না কারণ তাতে যা বলা হচ্ছে তাই তো লেখা হয়েছে। কিন্তু এটা স্পষ্ট, আমি যদি একজন ফরাসি কবি হতাম, আমি কবিতায় যা করেছি তা তো বলতাম না, কারণ শব্দের মূল্য কত আলাদা। আমি হয়তো লিখে বসতাম অন্য আর একটা কিছু।

প্রশ্নকর্তা ঃ আর ইংরেজিতে ?

নেদা ঃ আমি দেখি ইংরেজি ভাষাটা স্প্যনিশ থেকে এত আলাদা --- তুলনায় এত বেশি সরাসরি --- যে অনেকসময় তা আমার কবিতার অর্থ প্রকাশ করে দেয়, কিন্তু আমার কবিতার আবহ তুলে ধরতে পারে না। এমনটা হতে পারে যে একই ব্যাপার ঘটে যায় যখন একজন ইংরেজি কবি স্প্যানিশে অনূদিত হন।

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনি বলবেন যে আমি ডিটেকটিভ গল্পের এক বেজায় পাঠক। এক্ষেত্রে আপনার প্রিয় লেখক কারা ?

নেদা ঃ এই ধরনের লেখার মধ্যে বড়ো মাপের সাহিত্য নিদর্শন হল এরিক অ্যাম্বলার -এর ..অ.. কফিন ফর দিমিত্রিওস। প্রকৃত কথা বলতে আমি অ্যাম্বলারের প্রায় সব লেখাই পড়ে ফেলেছি, কিন্তু কোনোটাতেও সেই মূলগত পূর্ণতা নেই, সেই অনন্য চত্রান্ত নেই, সেই রহস্যময় পরিস্থিতি নেই যা আ কফিন ফর দিমিত্রিওস -এ আছে। সিমেনন ও খুবই গুত্বপূর্ণ, কিন্তু ওই জেমস হ্যাডলি চেস যিনি সন্ত্রাস, আতঙ্ক ধবংসাত্মক মেজাজ এসবে যেসব লেখাপত্তর তাকে ছাড়িয়ে যান। নো অর্কিডস ফর মিস ব্লানডিস একটা পুরোনো বই, কিন্তু তবু ডিটেকটিভ গল্পের জগতে তা এক মাইলস্টোন হয়ে ওঠা থেকে নিবৃত্ত হয়নি। নো অর্কিডস ফর মিস ব্লানডিস এবং উইলিয়াম ফকনারের স্যাঙ্কচুয়ারি র মধ্যে একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে --- ওই স্যাঙ্কচুয়ারি বেজায় মনোবিরোধী কিন্তু গুত্বপূর্ণ বই --- কিন্তু আমি কখনও ঠিক করতে পারিনি এ-দুটোর মধ্যে কোনটা প্রথম। অবশ্য, যখন ডিটেকটিভ বইয়ের কথা ওঠে, আমার মনে আসে দ্যাশিয়েল হ্যামেটের কথা। তিনিই এক লেখক তিনি এই লেখার শাখাটিতে আধা - সাহিত্যমূলক অলীক ছায়ামূর্তির জগৎ থেকে এনে তাকে শক্তপোক্ত মেদন্ড দিলেন। তিনি বিরাট স্রষ্টা, আর তাঁর পরে আরও শতেক জন, জন ম্যাকডোনাল্ড তার মধ্যে সবচেয়ে চমৎকার। এরা সবাই বহুপ্রসূ লেখক আর এঁরা কাজ করেন অনন্য কঠোরতায়। আর উত্তর আমেরিকার এই জাতের ঔপন্যসিকদের প্রায় সবাই --- মানে ডিটেকটিভ উপন্যাসের --- হয়তো গুঁড়িয়ে যেতে থাকা পুঁজিবাদী সমাজের সবচেয়ে তীব্র সমালোচক। এঁদের ডিটেকটিভ উপন্যাসে থাকা রাজনীতিবিদ ওপুলিসের ক্লান্তি ও দুনীতি, শহরগুলোতে টাকা - পয়সার প্রভাব, উত্তর আমেরিকার মনে আমেরিকান জীবনযাপনেরপ্রণালীর মধ্যে সর্বত্র গজিয়ে ওটা দুর্নীতি -- এসবের থেকে আরও বিরাট অভিযুক্ততার ঘোষণা আর হয় না। সম্ভবতএটা হল একটা কালের সবচেয়ে নাটকী প্রমাণপত্র, আর তবু এই বইগুলোর অভিযোগ তুচ্ছ মনে করা হয় কারণ সাহিত্য আলোচকগণ ডিটেকটিভ গল্পকে হিসেবের মধ্যে গণ্য করেন না।

প্রাকর্তা ঃ আর কোন ধরণের বই পড়েন আপনি?
নেদা ঃ আমি ইতিহাসের পাঠক, বিশেষত আমার দেশের প্রাচীনতর ইতিবৃত্তে চিলির এক অনন্য ইতিহাস আছে।এটা শুধু মিনার বা প্রাচীন স্থাপত্যের জন্য নয়, সে সব নেইও এখানে, বরং আগ্রহ একারণে যে চিলি আবিষ্কৃত হয়েছিল একজন কবির দ্বারা--- যিনি ছিলেন কার্লোস পঞ্চমের ছোকরা - চাকর। উনি ছিলেন এক বাস্ক অভিজাত, যিনিকানকুইস্তাদোরদের সঙ্গে এসেছিলেন ---ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক কারণ চিলিতে প্রেরিত বেশিরভাগ মানুষই তোআসত অন্ধকার কার াকক্ষ থেকে। বসবাসের পক্ষে জায়গাটা খুবই কষ্টকর। আরাউকানিয়ান ও স্পেনীয়দের মধ্যে যুদ্ধ চলেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী, যা মানবতার ইতিবৃত্তে দীর্ঘতম গৃহযুদ্ধ । আরউ কানিয়া-র অর্ধ - বন্য উপজাতিরা স্বাধীনতার জন্য লড়াই চা লিয়েছে তিনিশ বছব ধরে স্পেনীয় আত্রমণকারীদের বিদ্ধে। দোন আলোনসো দে এরসিইয়াই জুনিগা, তণ এক মানবতাব াদী, এসেছিল দাসসৃষ্টিকারীদের সঙ্গে, যারা সমগ্র আমেরিকাকে পদানত করতে চেয়েছিল এবং পদানত করতে পেরেওছিল, তবে ব্যতিত্রমী ছিল এই লোমাবৃত ও বন্য অঞ্চল যাকে আমরা বলিচিলি। দোন আলেনসো লেখেন দ্য আর াউকান, কাস্তিলীয় সাহিত্যে যা দীর্ঘতম, যাতে তিনি আরাউকানিয়ার অপরিচিত উপজাতিদের সম্মানিত করেন, সেইসব অনামী বীরের দল যাদের তিনিই প্রথম নাম সম্বলিত করলেন, তার সঙ্গীসাথী, সেই কাস্তিলীয় সৈনিকরা যতটা আগ্রসী এ - ব্যাপারে তিনি ছিলেন তাদের থেকে অনেকগুণ বেশি আগ্রহী। দ্য আরাউকানা, প্রকাশিত হয় ষোড়শ শতাব্দীতে, অনূদিত হয় আর তারপর ঘুরতে থাকে নানা ধাঁচে সমগ্র ইউরোপে। এটি ছিল এক মহান কবির মহান কবিতা। চিলির ইতিহাসে এভাবে পেয়েছি মহাকাব্যিক মহত্ত্ব আর বীরত্বব্যঞ্জকতা জন্মলগ্নেই। আমরা চিলিবাসীরা, স্পেনীয় ও ইন্ডিয়ান আমেরিকা সংমিশ্রণে দোআঁশলা মানুষের মতো ছিলাম না। আমার স্পেনীয় সৈনিক ও তাদের ধর্ষণ অথবা রক্ষিতা সম্ভূত নই, বরং হয় আরাউকানিয়ান ও স্পেনীয় মহিলাদের স্বেচ্ছা বা বাধ্যতামূলক বিবাহের ফসল, যে মহিলাদের বন্দী রাখা হয়েছিল দীর্ঘ যুদ্ধকালীন বছরগুলোতে। আমরানিশ্চিতই ব্যতিত্রমী। অবশ্য তারপরই আসে ১৮১০ -এর পর আমাদের স্বাধীনতার রত্তাত্ত ইতিহাস, যে ইতিহাস ট্রাজেডিতে মতানৈক্যে এবং সংঘাতে পরিপূর্ণ যাতে সান মার্তিন ও বোলিভার, হোসে মিগ্যুয়েল কাররেরা ও ও হিগিনস -এর নাম বয়ে চলে অশেষ পৃষ্ঠা জুড়ে সাফল্য ও দুর্ভাগ্যের সঙ্গে - সঙ্গে । এসবই তো আমাকে বইয়ের পাঠক করেছিল যেসব বই মাটি খুঁড়ে ধুলো ঝেড়ে বার করেছিল আর যেসব বই আমাকে উপভোগ দিয়েছে বিপুলভাবে, যখন আমি খুঁজতে চেয়েছি আমার দেশের তাৎপর্য --- আর সব দেশের থেকে এত দূর, অক্ষাংশ হিসেবে এত ঠান্ডা, এতপরিত্যত্ত .... উত্তরে এর লবণাত্ত প্রান্তর, এর বিপুল প্যাতাগোনিয়ান, আন্ডিজ -এ এত বরফ, সমুদ্রে এত পুষ্টিত। আর এই হল আমার দেশ, চিলি। আমি তো অনন্তে থাকা একজন চিলিবাসী, এমন একজন, অন্যজায়গায় ম ানুষ কিভাবে আমার সঙ্গে আচরণ করে, তাতে আমার কিছু যায় আসে না, অবশ্যই ফিরে ফিরে আসি আমার স্বদেশে। অ ামি পছন্দ করি ইউরোপের বড়ো বড়ো শহর ঃ আমি ভালোবাসি আর্গো উপত্যকা, কোপেনহাগেন ----এবং স্টকহোল্ম - এর কোনো সড়ক আর স্বাভাবিকভাবেই পারী, আর তবু আমাকে ফিরতেই হয় চিলিতেই।
প্রাকর্তা ঃ এরনেস্তো মোন্তেনেগরো তাঁর আমার সমকালীনরা নামের একটি প্রবন্ধে উগুয়ের আলোচক রোদরিগুয়েজ মে ানেগানকে সমালোচনা করেছেন। কারণ হল এই আলোচনা বৃথা আশা প্রকাশ করেছেন যে সাম্প্রতিক ইউরোপীয় এবং উত্তর আমেরিকান লেখকরা তাদের লাতিন আমেরিকান সতীর্থদের লেখা পড়েন যদি তাঁরা তাঁদের গদ্যরীতির নবীকরণ ইচ্ছে করেন তাহলেই। মোনতেনেগরো ঠাট্টা করে বলেন এ যে পিঁপড়ে বলছে হাতিকে ঃ ওঠো আমার পিছে। তারপর তিনি উদাহরণ দিচ্ছেন বোরহেস -এর --বর্বর যুত্তরাজ্যের সঙ্গে তুলনা বৈপরীত্যে এই দেশটা (এই মহাদেশ) একটাও ঝিব্যাপী খ্যাত লেখক জন্ম দিতে পারেনি --- একজন এমার্সন, একজন হুইটম্যান, একজন পো --- এমনকি সে দেশ জন্ম দিতে পারেনি গূঢ় রহস্যময়তার বিরাট রূপকার ---একজন হেনরি জেমস কিংবা একজন মেলভিলকে।
নেদা ঃ যদি হুইটম্যান, বোদলেয়র, বা কাফকা মতো নাম আমাদের মহাদেশে না থাকে তাহলে এমন নাম থাকাটা জরি কেন? সাহিত্যসৃজনের ইতিহাস তো মানবতার ইতিহাসের মতোই বিপুল। আমরা তো কোনো ঢং চাপিয়ে দিতে পারি না। যুত্ত রাজ্যে, যেখানে শিক্ষিত জনসংখ্যার প্রাচুর্য্য, আর ইউরোপ, যার এক প্রাচীন ঐতিহ্য আছে, তাদের সঙ্গে তো বইপত্তর বা প্রকাশভঙ্গির ধাঁচ বাদ দিয়ে লাতিন আমেরিকায় আমাদের লোকজনের তুলনা চলে না। কিন্তু একে অন্যের দিকে পাথর ছোঁড়ার অথবা একজনের জীবন আর এক মহাদেশের জীবন অতিত্রমের জন্য কাটানো আমার কাছে একটা প্রাদেশিক মনে

াভাব মনে হয়। তাছাড়া, এসবই একটা ব্যক্তির মতামত মাত্র।
প্রকর্তা ঃ আপনি কি লাতিন আমেরিকার সাহিত্য ব্যাপারস্যাপার নিয়ে কিছু মন্তব্য করতে চান?
নেদা ঃ একটা পত্রিকা তা সে হোনদুরাস থেকে বা নিউইয়র্ক থেকে (স্প্যানিশ ভাষায়) অথবা মোনতে ভিদিয়ো অথবা গুয়াইকিল থেকে বেরোক, আমরা আবিষ্কার করি প্রায় সবাই একই ফ্যাশনেবল সাহিত্যের ক্যাটালগ উপস্থিত করে, যে সাহিত্য এলিয়ট বা কাফকা দ্বারা প্রভাবিত. এ হল সাংস্কৃতিক উপনিবেশ বিস্তারের একটা উদাহরণ। আমরা এখনও ইউরোপীয় আদবকায়দায় আটকে আছি। এখানে এই চিলিতে ধন উদাহরণ দিয়ে বলি, বাড়ির ঘরণী আপনাকে যে - কোনো কিছুই দেখাতে পারবে --- চীনা প্লেট --- আর বলবে খুশি খুশি হাসি দিয়ে --- এটা বিদেশ থেকে আমদানি। চিলিবাসীদের বাড়ি ঘরে যেসব লক্ষ লক্ষ মারাত্মক কাচের বাসন সাজানো থাকে তাতো বিদেশ থেকে আমদানির, আর এসব বাজে জিনিস, জার্মানি বা ফ্রান্সের কারখানায় তৈরি। এসববাজে মাল লোকে গ্রহণ করে উঁচুমানের জিনিস মনে করে কারণ এগুলো বিদেশ থেকে আমদানি।
নেদা ঃ নিশ্চয়ই তাই। পুরোনো কালে সবাই ভয় পেত বিপ্লবী ধ্যানাধারণায় বিশেষত লেখকরা। একালে, বিশেষকরে কিউবার বিপ্লবের পর, হাল আমলের ফ্যাশন হল ঠিক উলটো। লেখকরা ভয়ে - ভয়ে থাকেন পাছে চূড়ান্ত বামপন্থী মনোভাবের জন্য তাঁরা গ্রাহ্য না হন, তাই প্রত্যেকে যেন গেরিলার মতো অবস্থান নিচ্ছেন। এমন অনেক লেখক আছেন যারা শুধুই সেইসব বই লেখেন যাতে লোকে মনে ভাবে যে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধে একেবারে প্রথম সারিতে আছেন। আমরা যাঁরা একাদিক্রমে ওই যুদ্ধ করে গেছি, মজা পেয়ে দেখি যে সাহিত্য নিজেকে রেখে দিচ্ছে জনতার সারিতে, কিন্তু আমরা একটা বিশ্বাস করি যে এটা তো শুধুই একটা ফ্যাশন আর লেখকেরা ভয় পাচ্ছে তাঁকে লোকে সক্রিয় বামপন্থী বলে গণ্য না করে। হ্যাঁ বাপু, আমরা ওই ধরনের বিপ্লবীদের নিয়ে বেশিদুর এগোতে পারি না। সর্বশেষে বলা চলে, সাহিত্যের জঙ্গলে সবরকম প্রাণীই খাপ খেয়ে যায়। একবার, যখন বেশ অনেকবছর ধরে কয়েকজন নাছোড়বান্দা অভিযোগকারী ছিল যারা শুধুমাত্র আমার কবিতা ও আমার জীবনকে আক্রমণ করে বাঁচত তখন আমি বলেছিলাম --- ওদের একা থাকতে দাও, এই জঙ্গলে সবারই জায়গা হয়ে যাবে, যদি হাতিদের জায়গা হয়ে যায়, যারা আফ্রিকা ও সিংহলের জঙ্গলে বিরাট জায়গা নিয়ে থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই সব কবিদেরই জায়গা হয়ে যাবে।
প্রকর্তা ঃ কোনো - কোনো লোক অভিযোগ করে আপনি নাকি হোর্হে লুইস বোর্হেস বিষয়ে বিরোধাত্মক ?
নেদা ঃ বোর্হেস বিষয়ে বিরোধাত্মকতা আছে বৌদ্ধিক বা সাংস্কৃতিক দিক থেকে আমাদের দুজনের ভিন্ন ভিন্ন মনোচারণার জন্য । যে কেউ লড়াই করতে পারে শান্তিপূর্ণভাবেও। কিন্তু আমার তো অন্যধরনের শত্রুও আছে --- শুধু লেখক নয়। আমার কাছে শত্রু হল সাম্রাজ্যবাদ আর আমার শত্রু হল পুঁজিবাদীরা আর শত্রু যারা ভিয়েতনামে নাপাম ফেলে। কিন্তু বোর্হেস আমার শত্রু নয়।
প্রকর্তা ঃ বোহের্সের লেখা বিষয়ে আপনি কেমন ভাবনাচিন্তা করেন?
নেদা ঃ তিনি একজন বিরাট লেখক আর যেসব মানুষ স্পানিশ বলে বিশেষ করে লাতিন আমেরিকার মানুষ তারাবোর্হেস যে আমাদের মধ্যে আছেন সেজন্য খুবই গর্বিত। বোর্হেস এর আগে আমাদের খুব অল্প কজন ছিলেন যারা ইউরোপের লেখকদের সঙ্গে তুলনায় আসতে পারেন। আমাদের বিরাট কয়েকজন লেখক আছেন, কিন্তু যাকে বলা যায় বিশ্বজনীন লেখক, বোহের্সের মতো, দেখা যায় না চট করে আমাদের এই দেশে। আমি বলতে পারি না তিনি সবয়েচে বিরাট হয়ে গেছেন এবং মনে হয় তিনি পথ খুলে দিয়েছেন আর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছেন, ইউরোপের বৌদ্ধিক কৌতূহল বাড়াতে পেরেছেন, আমাদের দেশগুলো বিষয়ে মনোযোগ বাড়াতে পেরেছেন। কিন্তু আমার পক্ষে বোর্হেস - এর সঙ্গে লড়াই করা, কারণ সবাই চায় আমি তা করি --- কিন্তু আমি কখনও তা করব না। যদি তিনি একজন ডায়নাসর -এর মতো চিন্তা করতে চান, ঠিক আছে, আমার চিন্তা ভাবনার সঙ্গে তার ক্রিয়াকারীত্ব নেই। সাম্প্রতিক পৃথিবীতে কি সব ঘটেছে সেসবই তিনি কিচ্ছু বোঝেন না, আবার তিনি মনে করেন আমিও এসব কিছু বুঝি না। তাহলে, আমরা তো এলাম একটা মতানৈক্যে।
প্রকর্তা ঃ আপনি কি কোনো চিলীয় লোকসংগীত লিখেছেন?
নেদা ঃ আমি কিছু গান লিখেছি আর সেগুলো এদেশে খুবই পরিচিত।

প্রশ্নকর্তা ঃ রাশিয়ান কবিদের মধ্যে কাদের আপনার সবচেয়ে ভালে লাগে?
নেদা ঃ শ কবিতার জগতে প্রধান ব্যক্তিত্ব রয়েই গেছেন মায়াকোভস্কি। তিনি হলেন শ বিপ্লবের কবি, ওয়াল্ট হুইটম্যান যেমন উত্তর আমেরিকার শিল্প বিপ্লবের কবি। মায়াকোভস্কি কবিতাকে এমনই গর্ভসঞ্চরী করে তুলেছিলেন যে প্রায় সব কবিতাই হয়ে থাকল মায়াকোভস্কিয়ান।
প্রশ্নকর্তা ঃ যেসব শ লেখক রাশিয়া ত্যাগ করেছেন তাদের সম্পর্কে আপনি কী ভাবেন?
নেদা ঃ মানুষ যদি একটা জায়গা ছেড়ে যেতে চায় তা সে করতেই পারে। এটা প্রকৃতপক্ষে বরং একজন ব্যক্তির সমস্যা। কিছু - কিছু সোভিয়েত লেখক সাহিত্যসংগঠন কিংবা তার নিজ রাষ্ট্র সম্পর্কে অসন্তুষ্ট বোধ করতেই পারেন। কিন্তু সম াজতান্ত্রিক দেশ অপেক্ষা অন্যত্র রাষ্ট্রের সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক কম অনৈক্যের এরকম আমি কখনও দেখিনি। সোভিয়েত লেখকদের বড়ো অংশই সমাজতান্ত্রিক কাঠানো বিষয়ে, নাজিদের বিদ্ধে বিরাট মুক্তি যুদ্ধ বিষয়ে,বিপ্লব এবং বিরাটযুদ্ধে জনগণের ভূমিকা বিষয়ে, এবং সমাজতন্ত্র সৃষ্টি কাঠামো বিষয়ে গর্ব অনুভব করে। যদি তার ব্যতিক্রম থাকে, তাহলে সেটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন আর এক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যাপার আলাদা-আলাদাভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
প্রশ্নকর্তা ঃ কিন্তু সৃজনকার্য তো মুক্ত হতে পারে না। তাকে তো অবশ্যই রাষ্ট্রীয় চিন্তারেখা প্রতিবিম্বিত করতে হবে।
নেদা ঃ এরকম বলাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আমি এরকম অনেক লেখক আর চিত্রকারকে জানি যাদের রাষ্ট্রীয় এটা সেটা প্রশংসা করার ইচ্ছে নেই। এইরকমটা যে হচ্ছে এরকম ইঙ্গিত দেওয়াটা এক ধরণের ষড়যন্ত্র। কিন্তু তা তো নয়। অবশ্য, প্রতিটি বিপ্লবেই শক্তি সক্রিয় করার প্রয়োজন দেখা দেয়। একটা বিপ্লব তো তার বিকাশ থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারে না। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে পরিবর্তনকালে জাগতে পারে সংঘাত, কিন্তু সে সংঘাত বিপ্লব দাবী না করলে স্থায়ী হয় না। অ ার সে ব্যাপারটা ঘটে তার সর্বশক্তিতে, সমাজের সর্বস্তরের সমর্থনে --- যাতে লেখক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী সবাই অংশ নেয়। ভাবুন আমেরিকান বিপ্লবের কথা, অথবা সাম্রাজ্যবাদী স্পেনের বিদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা। কি ঘটে যে যদি ওই ঘটনার ঠিক পরে পরেই লেখকরা আত্মোৎসর্গ করত রাজতন্ত্রের কাছে অথবা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ইংরেজ শক্তির আধিপত্য প্রত্যর্পিত হত, অথবা পূর্বকার উপনিবেশের ওপর স্পেনীয় রাজাদের ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হত ? যদি কোন লেখক অথবা শিল্পী উপনিবেশবাদকে মহিমান্বিত করেন তাহলে তাকে অভিযুক্ত করা হবে। একটা বিপ্লব এমনকি অধিকতর বিবেচন া নিয়ে একটা সমাজকে শূণ্য থেকে শু করে পুনর্গঠন চাইতে পারে (মোটের ওপর পুঁজিবাদ বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে সম াজতন্ত্র এবং সাম্যবাদ ইতিপূর্বে কখনও আনার চেষ্টা করা হয়নি) এবং সে কাজের নিজের শক্তি নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য চালনা করতে পারে। এমন প্রক্রিয়া সংঘাত আনতে পারে ঃ এটা শুধুমাত্র মানবিক এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে ঘটে। কিন্তু অ ামি আশা করি সমাজতান্ত্রিক সমাজগুলির সময় এবং স্থায়ীত্বের প্রশ্ন তার লেখককুলের সমস্যা বিষয়ে সদাই চিন্তা তুলন ায় কম প্রয়োজন হবে এবং লেখকেরা তার সবচেয়ে আন্তরিকভাবে যা চাইছেন তা সৃষ্টি করতে সমর্থ হবেন।
প্রশ্নকর্তা ঃ তণ কবিদের প্রতি আপনি কী পরামর্শ দেবেন?
নেদা ঃ ওঃ, তণ কবিদের দেবার মতো কোনো পরামর্শ নেই। তাদের নিজ - নিজ পথ খুঁজে নিতে হবে, প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রে যেসব বাধা আছে তাদের তা মোকাবিলা করতে হবে, আর সেগুলো অতিক্রম করে যেতে হবে। আমি তাদের রাজনৈতিক কবিতা শু করার পরামর্শ কখনই দেব না। রাজনৈতিক কবিতা অন্য ধাঁচের কবিতার চেয়ে অধিকতর গভীরভাবে আবেগ াত্মক --- অন্তত প্রেমের কবিতার মতই -- আর এক্ষেত্রে জোরাজুরি করা ঠিক হবে না, কারণ তাহলে কবিতা হয়ে পড়বে বিচ্ছিরি আর অগ্রহণযোগ্য। রাজনৈতিক কবি হতে গেলে সমস্ত ধরনের কবিতা পার হয়ে যাওয়াটা দরকার। রাজনৈতিক কবিকে তাদের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া নিষেধাজ্ঞা, কবিতা নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা অথবা সাহিত্যের বিশ্বাসঘাতকতা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তাহলেই রাজনৈতিক কবিতা তার বৌদ্ধিক এবং অনুভবগত সমৃদ্ধি নিয়ে তার বিষয় রূপায়নের ম াধ্যমে সবকিছুকে তিরস্কার করতে পারবে, এমনটা কচিৎ সম্ভব হয়।
প্রশ্নকর্তা ঃ আপনি প্রায়ই বলে থাকেন যে আপনি মৌলিকত্বে বিশ্বাস রাখেন না।
নেদা ঃ যে - কোন মূল্যে মৌলিকতা খোঁজা হচ্ছে আধুনিক ব্যাপার। আমাদের সময়ে লেখক দৃষ্টি আকর্ষণ করতেচাইতেন নিজেরই আর এই অগভীর নিযুক্তি নিয়ে আসে অযৌক্তিক ভক্তি। প্রত্যেক লোক এমন একটা রাস্তা খুঁজে নিতে চেষ্টা করে য াতে সে দাঁড়াবে, সেটা গভীরতার জন্য নয়, আবিষ্কারের জন্য নয় বরং বিশেষ কোনো বৈচিত্র স্থাপনের চেষ্টার জন্য।

সবচেয়ে মৌলিক শিল্পী যিনি তিনি সময় ও কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদল করেন। বড় উদাহরণ হচ্ছে পিকাসো, যিনি আ ফ্রিকার কিংবা আদিম শিল্পের চিত্র ও স্থাপত্য থেকে পরিপুষ্টি নিয়ে আরম্ভ করেছিলেন এবং তারপর রূপান্তরণের এমন শক্তি নিয়ে এগিয়েছেন যে তাঁর রচনা বিস্ময়কর মৌলিকত্বে বৈশিষ্ট্যময় হয়ে উঠেছে, মনে হয় পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ভূবিদ্যায় একটি পর্যায় সূচিত হয়েছে।

প্রকর্তা ঃ আপনার ওপরে কী কী সাহিত্যিক প্রভাব ছিল ?

নেদা ঃ লেখকরা সবসময়ই কোনো না - কোনো পারস্পরিক বদলের মধ্য দিয়ে যান, ঠিক যেমন আমরা যে বাতাস টানি ত া তো কোন একটি জায়গার নয়। লেখক সর্বদাই এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি ঘুরে - ঘুরে বেড়ান, তাকে তার আসব াবপত্র রদ বদল করতেই হয়। কোনো - কোনো লেখক এই ব্যাপারে অস্বস্তি অনুভব করেন। আমার মনে পড়ে ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা সর্বদাই আমাকে আমার কবিতা, কবিতার পংক্তি পড়তে বলতেন আর আমার পড়ার মাঝপথেই হয়তো বলে উঠতেন থামুন থামুন, আর এগোবেন না, আমাকে প্রভাবিত করে ফেলবেন তাহলে।

প্রকর্তা ঃ নরম্যান মেইলার বিষয়। তাঁর বিষয়ে যারা কথা বলেছেন আপনি তাঁদের প্রথমদিকের একজন।

নেদা ঃ মেইলারের দি নেকেড এন্ড দি ডেড যখন বেরোলো আমি সেটা মেক্সিকোর একটা বইয়ের দোকানে দেখতে পেল াম। কেউ সে বইটা বিষয়ে জানত না, এমনকি বইয়ের দোকানদারও জানত না বইটা কী নিয়ে। আমি বইটা কিনে নিলাম কারণ আমাকে একটা পাড়ি দিতে হবে আমি চাইছিলাম নতুন একটা অ্যামেরিকাম উপন্যাস। আমার মনে হয়েছিল ওই দৈত্যাকার ঔপন্যাসিকদের যা শু ড্রেইজার -এ আর শেষ হেমিংওয়ে, সেইনব্যাক এবং ফকনার-এ তাঁদের পর অ্যামেরিক ান উপন্যাসের মৃত্যু হয়েছে কিন্তু আমি আবিষ্কার করলাম এমন একজন লেখককে যার রয়েছে অনন্য শব্দিত হিংস্রতা, তার সঙ্গে মানানসই চমৎকার প্রকৃতি বর্ণনা শক্তির চমৎকারিত্ব। আমি পাস্তেরনাকের কবিতার ভীষণ ভক্ত কিন্তু দি নেকেড এন্ড দি ডেড -এর পাশে ডাক্তার জিভাগো'কে মনে হবে বোরিং উপন্যাস, প্রকৃতি বর্ণণার একটি অংশ বাদে, তার মানে কবিতার অংশ বাদে। আমার মনে পড়ে সেসময় লিখছিলাম লেট দি রেইল স্পিলটার অ্যাওয়েক নামক কবিতাটি। এই কবিতাটি লিংকনের প্রেরণায় রচিত আর ঝিশান্তির প্রতি উৎসর্গীকৃত। সেখানে আমি বলেছিলাম ওকি নাওয়ার কথা, জাপানের যুদ্ধের কথা আর আমি নরম্যান মেইলারের কথা উল্লেখ করেছিলাম। আমার এই কবিতাটি ইউরোপ পোঁছেছিল এবং অনূদিত হয়েছিল। আমার মনে আছে আরাগঁ আমায় বলেছিলেন --- নরম্যান মেইলার কে এটা খুঁজে বের করতে আমার বেজায় ঝামেলা হয়েছে। বাস্তবে কেউই তাঁকে জানত না, আর আমি সেই প্রথম লেখকদের একজন যিনি তার প্রশংসা করেছিলেন। এজন্য আমার মনে কিছুটা গর্ব আছে।

প্রকর্তা ঃ আপনি কি প্রকৃতির প্রতি আপনার নিবিড় আগ্রহের বিষয় কিছু বললেন?

নেদা ঃ ছোটবেলা থেকেই আমি অনুরাগ বজায় রেখে গেছি পাখি, শামুক, অরণ্য এবং উদ্ভিদের প্রতি। আমি নানা জায়গ ায় গিয়েছি সামুদ্রিক শামুকের খোঁজে আর এটার একটা বিরাট সংগ্রহ আমার আছে। আমি একটা বই লিখেছিলাম পা খিদের শিল্প নামে। আমি লিখেছি Bestiary, Seaquake, and the Rose of Herbolario, যেগুলোফুল
শাখা প্রশাখা উদ্ভিদজ্জ বিকাশ বিষয়ে লেখা। আমি প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারি না হোটেল আমার পছন্দ কয়েকদিনের জন্য বটে, স্থলভূমি আমার পছন্দ এক ঘন্টার জন্য কিন্তু আমি খুশি বোধ করি অরণ্যে, বালির উপর অথবা নৌ-চালনায় যেখানের সঙ্গে প্রত্যক্ষযোগ আছে আগুন, মাটি জল বাতাসের।

প্রকর্তা ঃ আপনার কবিতায় কতকগুলো প্রতীক আছে যেগুলো সর্বদাই সমুদ্র, মাছ বা পাখির আকারে আসে।

নেদা ঃ আমি প্রতীকে ঝিাস করি না। ওগুলো শুধুই বস্তু জগতের জিনিস। সমুদ্র, মাছ পাখিরা আমার কাছে টিকে থাকে বস্তুগতভাবে। আমি তাদেরকে হিসেবের মধ্যে রাখি যেমন দিবালোককে রাখি হিসাবের মধ্যে। ঘটনা হচ্ছেকিছু থিম আম ার কবিতায় দাঁড়িয়ে যায়, সর্বদাই দেখা দেয়, যা বস্তুগত উপস্থিতি মাত্র।

প্রকর্তা ঃ ঘুঘু আর গিটার কী তাৎপর্য সূচিত করে?

নেদা ঃ ঘুঘু বোঝায় ঘুঘুদেরই আর গিটার বোঝায় একটা সাংগীতিক যন্ত্রকে, যার নাম গিটার।

প্রকর্তা ঃ আপনি কি বলতে চাইছেন যারা এইসব জিনিষের বিশ্লেষণ করতে চান----

নেদা ঃ আমি যখন একটা ঘুঘু দেখি তখন আমি ঘুঘুই বলি। ঘুঘু তা সে উপস্থিত থাক আর না থাক তার একটা আকার অ

ামার কাছে আছে, হয় সেটা আত্মগত ভাবে অথবা বিষয়গতভাবে, কিন্তু তা কখনই একটা ঘুঘু হওয়ার বাইরে চলে যায় না।

প্রকর্তা ঃ আপনি বলেছেন যে রেসিডেন্স অন আর্থ নামের কবিতাগুলো কাউকে বাঁচাতে সাহায্য করে না। কবিতাগুলো মরতে সাহায্য করে।

নেদা ঃ আমার রেসিডেন্স অন আর্থ নামের বইটি আমার জীবনের এক অন্ধকার এবং বিপজ্জনক মূহূর্তের প্রতিনিধিত্ব করে। এহলো বর্হিগমনহীন কবিতা। আমাকে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রায় নতুন জন্ম নিতে হয়েছিল। এই হতাশা থেকে আমি রক্ষা পেলাম এবং স্পেনের যুদ্ধের গভীরতা এখনও আমি জানালাম না আর ঘটনা পরস্পরা ছিল এমনই সিরিয়াস যে আমাকে ধ্যানস্থ করে দিয়েছিল। একসময় আমি বললাম যে যদি আমার প্রয়োজনীয় শক্তি থাকে তাহলে আমি ওই বই পাঠ করা নিষিদ্ধ করে দেব আর আমি এমন ব্যবস্থা নেব যাতে এ বই আর ছাপা না হয়। এই বই জীবন অনুভবকে বেদনাদায়ক বোঝার মতো, ঝর নিগ্রহের মতো বাড়িয়ে তুলেছিল। কিন্তু এটাও আমি জানি যে এই বইটি আমার সেরা বইগুলির একটি, এই অর্থে যে এতে ধরা পড়েছে আমার সেসময়ের মনের অবস্থা। তবুও কেউ - কেউ লেখে ----আর আমি জানি না এই কথা অন্য লেখকদের ক্ষেত্রে সত্য কি না --- কবিদের উচিত তার কবিতা কোন্ মাটিতে পড়ছে তা ভাবনা চিন্তা করা। রবার্ট ফ্রস্ট তাঁর প্রবন্ধগুলির একটিতে বলেছিলেন শুধু দুঃখকেই থাকতে দাও কবিতার সঙ্গে। কিন্তু আমি জানি না রবার্ট ফ্রস্ট কী ভাবতেন যদি এক যুবক আত্মহত্যা করত আর তার পাশে পড়ে থাকত তার বইটি রক্ত লাঞ্ছিত হয়ে। তাই ঘটেছিল আমার এখানে এই দেশে। একটা বালক প্রাণস্পন্দনে পরিপূর্ণ, আমার বইয়ের পাশে নিজেকে হত্যা করেছিল। তার মৃত্যুর জন্য আমি যথার্থ দায়ী এমন ভাবি না। কিন্তু কবিতার ওই পাতাগুলো রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে এমনই যথেষ্ট যে তা ভাবায় ওই কবিকে শুধুনয় সব কবিদেরই। অবশ্য আমার বিরোধীরা সুযোগ নিয়েছিল -- তারা নিল রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সুযোগ যা আমি করে দিয়েছিলাম। তারা আমার মধ্যে এই মনোভাব এনে দিল যে আমি যেন সুখী ও অস্তিবাচক কবিতা লিখি। তারাজানত না ওই ঘটনার কথা। আমি কখনই প্রকাশ করে বলিনি নিঃসঙ্গতা যাতনা বা বিশ্বাসের কথা। কিন্তু আমি চাইলাম সুর বদল করতে সমস্ত ধবনিকে খুঁজলাম, অনুসরণ করলাম সমস্ত রং খুঁজলাম যেখানেই থাকুক সেই জীবনশক্তিকেই --- সৃজনে বা ধবংসে।

আমার কবিতা আমার জীবনেরই পর্বে - পর্বে মিলিয়ে এগিয়েছে, নির্জন শৈশব থেকে দূরে কোণঠাসা বয়ঃসন্ধিকালে, পরিত্যক্ত অবস্থায় দেশে - দেশে আমি নিজেকে এক বিরাট মানবমন্ডলীর অংশীভূত করতে প্রয়াসী হলাম। আমার জীবন পরিণত হল আর সেখানেই শেষ। এ ছিল গত শতাব্দীর কবিদের বিষাদে যন্ত্রণার্ত হবার ধরনের এক শৈলী। কিন্তু তবু থেকে যায় এমন কবির দল যারা জীবনকে জানেন, জীবনের সমস্যা গুলোকে জানেন আর যারা স্রোতের মধ্যে পড়েও তাকে অতিক্রম করে পৌঁছে যান প্রাচুর্যে।

ইংরেজি অনুবাদ করেছেন রোনাল্ড ব্রিস
ভাষান্তর ঃ রবিন পাল

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com